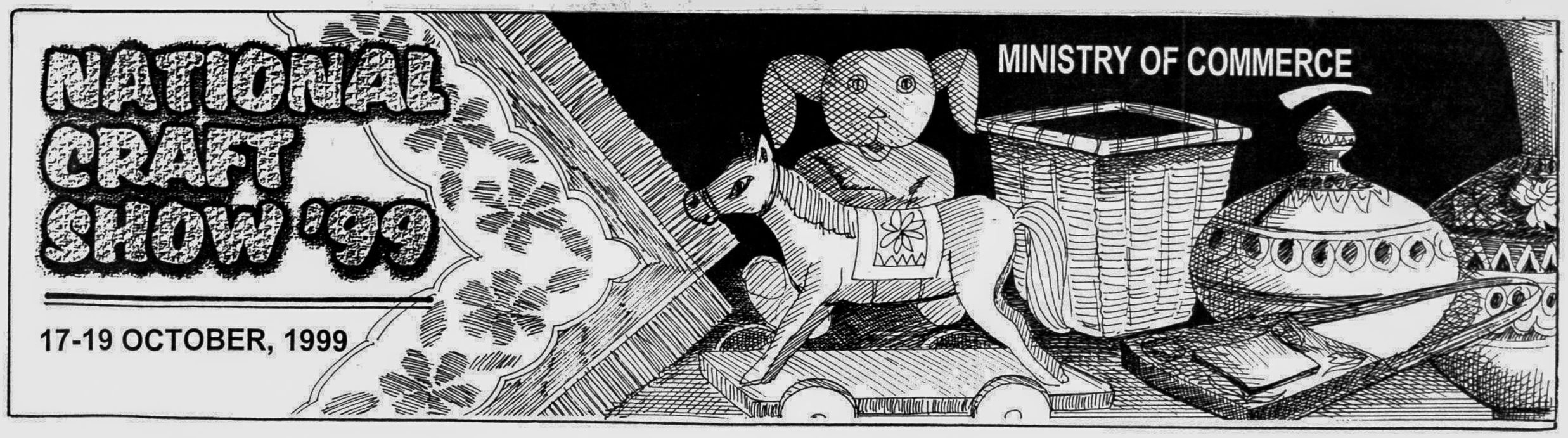

কারুশিল্পের উন্নয়নে বিসিকের ভূমিকা

মোঃ খোরশেদ আনসার খান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর জন্ম ১৯৫৭ সনে। জন্মলগ্ন থেকেই বিসিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ লক্ষ্যে বিসিক বিদ্যমান কারুশিল্পীদের স্বার্থ সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য উন্নয়ন ও সম্প্রসারণমূলক সহায়তাদি প্রদানের মাধ্যমে নতুন নতুন কারুশিল্পীও গড়ে তুলছে। দেশের কারুশিল্পের উন্নয়নে বিসিকের সে ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে বহুক্ষেত্রে তা আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভেও সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিসিকের সে বহুবিধ প্রচেষ্টার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণই কেবল এখানে তুলে ধরা হলো।

প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের কারুশিল্পীদের উৎপাদিত কুটির ও হস্তশিল্পজাত পণ্য সামগ্রী দেশ-বিদেশে সমাদৃত হয়ে আসছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বেকারত্ব লাঘবকল্পে কর্মসংস্থানের লক্ষে আমাদের গ্রামীণ কারুশিল্পের উন্নয়ন, অদক্ষ কারুশিল্পীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার তাগিদে বিসিক তার জন্মলগ্ন থেকেই নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে, যে কথা শুরুতেই বলা হয়েছে। বিসিকের সেসব প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান নকশা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রধান হিসেবে কাজ শুরু করেন। নকশা কেন্দ্র প্রকল্পটি পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়।

দেশের বিলুপ্ত প্রায় হস্ত ও কুটির শিল্পে বিকাশ, প্রচার ও প্রসারকল্পে সৃজনশীল নকশা উদ্ভাবন, নমুনা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়। এই পরিকল্পনা মোতাবেক নকশা কেন্দ্র ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন ও বিকাশ, কারুপণ্যের মান উন্নয়ন, ক্রেতা সাধারণের রুচি ও চাহিদানুযায়ী কারু ও হস্তশিল্পীদেরকে উন্নতমানের নকশা ও নমুনা সরবরাহের জন্য ১৯৬৪ সালে পাঁচটি বিভাগ নিয়ে কাজ শুরু করে। বর্তমানের নকশা ও নমুনা সরবরাহের পাশাপাশি কারুশিল্পীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে নকশা কেন্দ্র প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করে। পাঁচটি বিভাগ নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে নকশা কেন্দ্র বর্তমানে বারটি বিভাগে সম্প্রসারিত হয়েছে।

নকশা কেন্দ্র থেকে উন্নতমানের সৃজনশীল নকশা ও নমুনা সরবরাহ এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের কারুশিল্পী ও কারুপণ্যের উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। আজকের হস্তশিল্প উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠান, হস্তশিল্প রপ্তানীকারক, হস্তশিল্প ব্যবসায়ী, বিভিন্ন সমিতি ও এন. জি. ও.গুলোর কারুশিল্পীগণ বিসিকের নকশা কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণা পেয়ে দক্ষতা অর্জন করেছে। জামদানী-বয়ন শিল্পের সৃজনশীল নকশা, আধুনিক মৃৎশিল্প কিংবা গ্রাম বাংলার বাঁশ বেত কারুপণ্য এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বহন করে। এ ছাড়া নকশা কেন্দ্র স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানের মনোগ্রাম তৈরি করেছে যেমন- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, রাষ্ট্রপতি, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ বিমান, বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মনোগ্রাম, এমনকি প্রথম ডাক টিকেটের নকশা ইত্যাদি কাজ সহ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সাজ-সজ্জার কাজও নকশা কেন্দ্র বিভিন্ন সময়ে করে আসছে। নকশা কেন্দ্র শুরু থেকে এ পর্যন্ত যে অবদান রেখেছে তা হলোঃ

ক) সৃজনশীল নকশা ও নমুনা উন্নয়ন - ২২৩৪৭ টি

খ) দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ - ১২,৭২৭ জন

গ) দক্ষতা উন্নয়ন পরামর্শ ও সেবাদান - ৩৮,৬৭৩ জন

ঘ) নকশা বিতরণ - ৩৩,৩৫৭ টি

ঙ) মেলা ও প্রদর্শনী - ৮৬ টি

নকশা কেন্দ্রের সেবা গ্রহণ করে কারুশিল্পীগণ উন্নতমানের কারুপণ্য উৎপাদন করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মেলা, বিভিন্ন পার্বন ও প্রদর্শনীতে তাদের কারুপণ্য বাজারজাতসহ বিদেশের বাজারেও রপ্তানী করে থাকেন। হস্ত ও কুটির শিল্পের পণ্যাদি বিক্রয়ের সুবিধা সৃষ্টি, গ্রামীণ কারুপণ্য শহুরে জনগোষ্ঠী ও বিদেশীদের সামনে তুলে ধরা, বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পীদের মধ্যে মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি, কারুশিল্পীদের আধুনিক সৃজনশীল নকশা ও নমুনার সাথে পরিচিত করা এবং ক্রেতাদের চাহিদার সাথে উৎপাদকদের জ্ঞাত করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে নকশা কেন্দ্র বাংলা একাডেমী প্রাংগনে প্রথম বৈশাখী মেলা আয়োজন করে।

১৯৮২ সাল থেকে কারুশিল্পীদের উৎসাহ ও প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আয়োজন করা হয় জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ও দক্ষ কারুশিল্পী নির্বাচন। সমগ্র বাংলাদেশে কর্মরত কারুশিল্পীদের উৎপাদিত কারুশিল্প সংগ্রহ করে একটি উচ্চ পর্যায়ের নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা শ্রেষ্ঠ ও দক্ষ কারুশিল্পী নির্বাচন করে পুরস্কৃত করা হয়ে থাকে। বাংলা ১৩৯২ (১৯৮২ইং) সাল থেকে শুরু করে আজব্দি ২৩৭ জন শ্রেষ্ঠ ও দক্ষ কারুশিল্পীকে জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

হস্ত ও কুটির শিল্প রপ্তানী বাজারে পরিচিতির জন্য প্রধান ভূমিকা রেখেছে এই নকশা কেন্দ্র। স্বাধীনতা পূর্বকালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার নকশা কেন্দ্রে তৈরী পণ্য সামগ্রী বিভিন্ন ফোরামে উপস্থাপন করতে শুরু করে। স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশ সরকার রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর মাধ্যমে বিশ্ব বাজারে নকশা কেন্দ্রের নকশায় তৈরি কারুশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী কারুপণ্য যেমন- শিকাসহ পাটজাত সামগ্রী, জামদানী, নকশী কাঁথা, চামড়াজাত হস্তশিল্প, টেরাকোটা, মৃৎশিল্প সামগ্রী, বাঁশ-বেতের সামগ্রী, কাঠের ও কাপড়ের পুতুল ও অন্যান্য পাটজাত সামগ্রী রপ্তানী বাজারে প্রবেশ করে। পরবর্তী পর্যায়ে রপ্তানী বাজারে ধাতব শিল্প সামগ্রী, বাটিকের কাজ করা বস্ত্রসহ অনান্য সূতী বস্ত্রও সংযুক্ত হয়েছে। রপ্তানী বাজার সৃষ্টির জন্য নকশা কেন্দ্র ইটালী, মালয়েশিয়া, ভারত, শ্রীলংকা ও লন্ডনস্থ বাংলাদেশ কাউন্সিলে একক প্রদর্শনী ও চীন, যুক্তরাষ্ট্রসহ বাংলাদেশের অন্যান্য দূতাবাসে বিভিন্ন সময় হস্তশিল্প পণ্য সরবরাহ করে পরিচিতির ব্যবস্থা করেছে। রপ্তানীকারক ও কারুশিল্পীদের জন্য প্রকাশ করেছে কয়েকটি মূল্যবান পুস্তক। রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ও রপ্তানীকারকগণ নকশা কেন্দ্রের বিগত দিনের সহযোগিতার কথা মনে রেখে তাঁদের পক্ষ থেকেও যদি সহযোগিতার হস্ত আরও সম্প্রসারিত করেন তাহলে বিশ্ব বাজারে আমাদের কারুপণ্য তথা কারুশিল্পীদের চাহিদা ও কদর বৃদ্ধি পাবে বলে আস্থা পোষণ করতে পারি। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা, লোকবল, আধুনিক প্রযুক্তিসহ প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক করা হলে জাতীয় পর্যায়ে নকশা কেন্দ্র সকল পর্যায়ের কারুশিল্পী এবং রপ্তানীকারকদের পূর্ণাঙ্গ সেবা দিতে সক্ষম হবে। কারণ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকবল এখনও আমদের রয়েছে। বাজার বিশ্বায়নের যুগে নকশা কেন্দ্রকে বর্তমান অবস্থান থেকে আধুনিকায়ন করার মধ্যে দিয়ে জাতীয় পর্যায়ের কার্যকলাপে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। আমাদের শিল্পায়ন পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন রয়েছে আধুনিক নকশা কেন্দ্র।

শিল্প উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানী বাজারে বাংলাদেশের হস্ত ও কুটির শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পর্যায়ে কারুশিল্পীদের কল্যাণের লক্ষ্যে সামগ্রীকভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে কাজ করতে হবে। তবেই কারুশিল্পীদের প্রকৃত মূল্যায়ন হবে।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী
প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পজাত পণ্যের প্রসারের লক্ষ্যে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাক্রাফটের যৌথ উদ্যোগে "জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শনী-৯৯" আয়োজিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

হস্তশিল্পের মাধ্যমে দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে থাকে। এ অঞ্চলের কারিগরদের সূক্ষ্ম কাজের নমুনা 'মসলিন' একদিন বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছিল। হস্তশিল্পজাত পণ্যের মানোন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি ও বিপণনের মাধ্যমে দেশের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আমরা ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শনী '৯৯ দেশীয় হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানীতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শনী ১৯৯৯-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(শেখ হাসিনা)

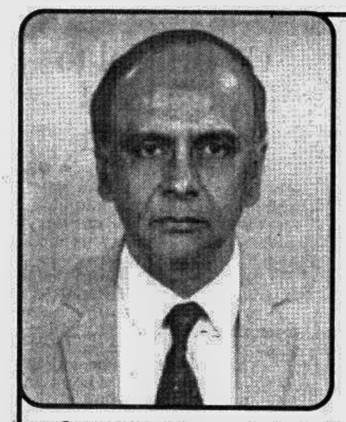

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়

বাণী
সচিব

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাংলাক্রাফটের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আয়োজিত জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শনী একটি সময়োচিত পদক্ষেপ। দেশের কারুপণ্যের বিকাশ ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরার এ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

কারুপণ্য উৎপাদনে বাংলাদেশের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। জাতিগতভাবে বাঙ্গালী সংস্কৃতিমনা। দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে কারুশিল্পের রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক। দেশের বিপুল সংখ্যক কারুশিল্পী, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের মহিলারা এ শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কারুশিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া কারুপণ্য রপ্তানী করে সফল হয়েছে। লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার, পণ্যের উন্নয়ন এবং উপযুক্ত বিপণন কৌশল গ্রহণপূর্বক পণ্য পরিচিতি বিস্তৃত করতে পারলে এক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য আসবে-এ বিষয়ে আমি আশাবাদী।

জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শণী '৯৯ উৎপাদনকারী, রপ্তানীকারক এবং ক্রেতার মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করতে সক্ষম হবে। আমাদের রপ্তানী আয়ে কারুপণ্য একটি বিশেষ স্থান অধিকার করবে এবং পল্লী অঞ্চলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

আমি এ প্রদর্শনীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(সৈয়দ আলমগীর ফারুক চৌধুরী)

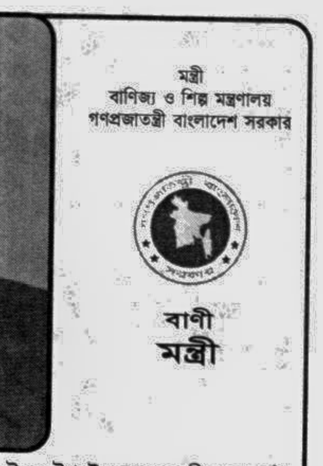

মন্ত্রী
বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী
মন্ত্রী

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাক্রাফটের যৌথ উদ্যোগে জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শনী '৯৯ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশের কারুপণ্যের ইতিহাস হাজার বছরের প্রাচীন। সমৃদ্ধ লোকাচার ও সংস্কৃতি আমাদের কারুপণ্যকে এনে দিয়েছে জগৎজোড়া খ্যাতি। আমি আশা করি এই প্রদর্শনী আমাদের কারুপণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

পৃথিবী আজ ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। সেই সাথে আমরাও নতুন শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছি। বিশ্ব আজ প্রবল গতিতে ভোক্তা সমাজের পথে ধাবমান। ভোক্তা সমাজের রুচি ও চাহিদা ক্রম পরিবর্তনশীল। সুদূরপ্রসারী বৈশ্বিক পরিবর্তনের হাওয়ার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের কারুশিল্পকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া সম্ভব হলে আমাদের ঐতিহ্যবাহী কারুপণ্য জাতীয় অর্থনীতিতে রক্ত সঞ্চালক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হবে। কারুজীবী ও ভোক্তাদের মধ্যে গড়ে ওঠা ঐক্য ও নিবিড় সংহতি ক্রমাগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি অর্জনের সোপান হিসাবে কাজ করতে পারে।

পণ্য উৎপাদনের সাথে বাজারজাতকরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শনী '৯৯ আমাদের কারুপণ্যের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারজাতকরণে এবং বাজার অনুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার বিশ্বাস। মেলার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শনী '৯৯ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(তোফায়েল আহমেদ)

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো
ভাইস চেয়ারম্যান

বাণী
ভাইস চেয়ারম্যান

"জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শনী '৯৯" এর আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রস্তুতকৃত বাঁশ, বেত, মৃৎশিল্পসহ তাঁতজাত পণ্যের বিভিন্ন রপ্তানী উপযোগী সামগ্রীর সমারোহ ঘটবে যা দেশের হস্তশিল্পজাত পণ্যের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

দেশের রপ্তানী বাণিজ্যে এ সেক্টরের অবদান খুব উল্লেখযোগ্য না হলেও দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিশেষ করে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে এর বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে।

সাম্প্রতিককালে দেশের হস্তশিল্পজাত পণ্যাদির গুণগতমানের কিছুটা উন্নতি ঘটলেও বিশ্ববাজারে ভোক্তার চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল। আমাদের উদ্যোক্তাদের পেশাগত দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জনসহ পণ্যমান উন্নয়ন এবং পণ্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে যথার্থ স্থান দখলে বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

আমি জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শণী '৯৯ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

(আনোয়ারুল বার চৌধুরী)

সভাপতি
বাংলাক্রাফট

বাণী
সভাপতি

আমাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও আধুনিক মননশীলতার সমন্বিত শিল্প প্রয়াস জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনী বাংলাদেশের গ্রামীণ ও শহুরে কারুশিল্পীদের সারা বছরের তৈরি শ্রেষ্ঠ পণ্য সামগ্রীকে অবলোকন করার এবং ক্রয় করার এক অপার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

যুগের রুচি ও চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে কারুশিল্পীদের নির্মিত পণ্য সম্ভার ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশের পরিমন্ডলে বিপুল আগ্রহের সৃষ্টি করেছে।

রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো ও বাংলাক্রাফট এ বিষয়ের গুরুত্বকে যথার্থভাবে অনুধাবন করে বলেই প্রতি বছর এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে। আশাকরি এবারো জাতীয় কারুপণ্য প্রদর্শনী বাংলাক্রাফট এর সদস্য সকল প্রস্তুতকারক ও রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠানকে গভীর ভাবে অনুপ্রাণীত করবে।

প্রদর্শনীর আয়োজনে সকল সহায়ক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কারুপণ্যের প্রতি সকলের আরো আগ্রহ ও আদর বাড়ুক এই কামনা করছি।

এস. ইউ. হায়দার

সৌজন্যে ▶ রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো